রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

১. **জাতি কাকে বলে ? জাতি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।**

উঃ ভূমিকা: জাতিভেদ প্রথা হল ভারতীয় সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই রূপটি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। জাতি বা Caste শব্দটির উৎপত্তি স্প্যানিশ শব্দ Casta থেকে; যার অর্থ হল জাতি, কুল প্রভৃতি। ভারতের জাতিব্যবস্থার বিষয়টিকে বোঝাবার জন্য পর্তুগিজগণ প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হার্বার্ট রিস্‌লে-এর বক্তব্য হল— জাতি হল কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি, যাদের একটি সাধারণ নাম আছে এবং যারা মনে করে তারা একই বংশোদ্ভূত ও কোনো অলীক পূর্বপুরুষ থেকেই সৃষ্ট, যারা একই বংশানুক্রমিক আচার-আচরণ অনুসরণ করে এবং এসবগুলির মাধ্যমে তারা একটি সমসত্ত্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলে।

এডওয়ার্ড ব্লান্ট-এর অভিমত হল জাতি হল একটি সমসত্ত্ব গোষ্ঠী, যাদের সাধারণ একটি নাম আছে, যার সদস্যপদ বংশানুক্রমিক, যা তার সদস্যদের সামজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিবেধ আরোপ করে, যারা তাদের পূর্বপুরুষের পেশা গ্রহণ করে অথবা একই পূর্বপুরুষজাত বলে মনে করে, এইভাবে একটি সমসত্ত্ব গোষ্ঠী গঠন করে।

জাতিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়—

প্রথমত, ক্রমোচ্চ বিভাজন : জাতিভেদ প্রথায় উচ্চ-নীচ, শ্রেষ্ঠত্ব, হীনতা এই ভেদাভেদ দেখা যায়। এই ক্রমোচ্চ বিন্যাসের একেবারে ওপরে থাকেন ব্রাহ্মণগণ ও সর্বনিম্নস্তরে থাকেন শূদ্ররা। শূদ্ররা সাধারণভাবে হরিজন বা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত, খন্ডিত বিভাজন : হিন্দু সমাজ হল জাতিশাসিত সমাজ। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত, যার এক একটিকে বলা হয় জাতি। জাতি হল জন্মসূত্রে নির্ধারিত, এটি অপরিবর্তনীয়

তৃতীয়, খাদ্যভ্যাসে বিধি নিষেধ : জাতিভেদ প্রথায় খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধিনিষে দেখা যায় এবং এই বিধি নিষেধের ব্যাপারটি জাতি থেকে জাতিতে আলাদা হয়।

চতুর্থত, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ : জাতির সঙ্গে শুচিতা বা শুদ্ধতা সংক্রান্ত বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা এবিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন। নিম্নজাতির মানুষের স্পর্শ উচ্চবর্ণের মানুষের পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে।

পঞ্চমত, কোনো কোনো জাতের সামাজিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা : সনাতন জাতি ব্যবস্থায় নিচুজাতির লোকজনকে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় অক্ষমতার শিকার হতে হত। সাধারণত এদেরকে অপবিত্র বা অস্পৃশ্য বলা হত। এদেরকে মূলত শহর বা নগরের থেকে অনেক দূরে বসবাস করতে হত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মহারাষ্ট্রে পেশোয়া নীতির সময় মাহার ও মাঙরা পুনা শে সকলে ৯টার আগে এবং বিকাল ৩টার পর প্রবেশ করতে পারত না।

ষষ্ঠত, বিশেষ জাতির সুযোগ সুবিধা: যখন কোনো জাতি নানারকম সামাজিক বিধিনিষে জর্জরিত তখন জাতিভেদ প্রথার সর্বোচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণেরা নানাবিধ সামাজিক সুযোগ-সুবি ভোগ করতেন। যেমন— তাঁরা অন্যকে প্রনাম, নমস্কার করত না, কিন্তু অন্যদের তাঁদেরকে নমস্ক প্রনাম জানানোটা একপ্রকার রীতি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল।

সপ্তমত, পেশাগত বিধিনিষেধ: জাতি ব্যবস্থাযুক্ত সমাজে পেশাগত ক্রমোচ্চ বিন্যাসও ল করা যায়। কিছু পেশাকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র হিসাবে এবং কিছু পেশাকে হীন পেশা হিসাবে মনে হত। পেশা বংশানুক্রমিকভাবে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ছিল। পেশা পরিবর্ত কোনো সুযোগ জাতি ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না।

অষ্টমত, বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ : জাতি হল একটি আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী। অর্থাৎ স্বজা মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ যে একেবারেই না তা নয়।

নবমত, সমপাঙক্তেয়তা : সমপাঙক্তেয়তার অর্থ হল কোনো উচ্চজাতি শুধুমাত্র তার সমগ ব্যক্তিবর্গের সাথে ওঠা বসা করবে। এই কথাটি পঙক্তিভোজনকে কেন্দ্র করে বলা হয়ে থাকে, উচ্চজাতি কেবলমাত্র উচ্চজাতির সাথেই একত্রে বসে পঙক্তিভোজন করবে।

দশমত, জাতি পঞ্চায়েত : প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট আচার আচরণ ঠিকমতো পালিত কিনা বা তার বিচ্যুতি ঘটলে কী প্রকার শাস্তি প্রদত্ত হবে তা দেখাশোনার দায়িত্বে যে সং বর্তমান ছিল, তাকে বলা হয় জাতি পঞ্চায়েত।

একাদশ, নির্দিষ্ট পদবি : প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিবর্গের নির্দিষ্ট কিছু পদবি দেখা যায়।

দেখে আমরা কোন ব্যক্তি কোন্ জাতির তা অনুমান করতে পারি।

দ্বাদশ, আরোপিত মর্যাদার : জাতির ক্ষেত্রে যে মর্যাদা বর্তমান থাকে, তা সম্পূর্ণ আরোপিত। ব্যক্তি কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে তা পূর্ব নির্ধারিত। এই নির্ধারণের মানদণ্ডটি হল জন্মসূত্রে বা বংশগতভাবে।

উপসংহার : আধুনিককালের সমাজ অনেক পরিবর্তিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষভাবে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতবর্ষেও এর বতিক্রম ঘটেনি। স্বভাবতই ভারতবর্ষের তথাকথিত জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে বর্তমান সমাজে জাতিভেদ ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

২. জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনের কারণগুলি আলোচনা কর।

উঃ ভূমিকা: বর্তমানে আধুনিক সভ্য সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমান সমাজে ব্যক্তির স্থান নির্ধারিত হয় তার অর্জিত মর্যাদা দিয়ে। জাতি-ব্যবস্থার এজাতীয় পরিবর্তনের কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়। যথা—

১. সাম্যনীতি: ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় আইনের চোখে সবাই সমান। এই নীতির ফলে জাতিগত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের বিষয়টি অপসৃত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১৫ ও ১৬ নং ধারায় অস্পৃশ্যতাকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

২. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা : আধুনিক শিক্ষা হল যুক্তিনির্ভর নিরপেক্ষ, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ ও উপযোগিতামূলক। এজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা অনগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে গণচেতনা ও জনজাগরণের উন্মেষ ঘটিয়েছে; যার ফলশ্রুতি জাতিভেদ বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলে।

৩. শিল্পায়ন : স্বাধীনোত্তর ভারতে যন্ত্রনির্ভর শিল্পের প্রসার সামাজিক অগ্রগতির একটি অন্যতম ফলক। জীবন ও জীবিকার তাগিদে ব্যক্তিরা জাতি অনুযায়ী কর্মগ্রহণের বিষয়টিকে বিসর্জন দিয়ে নানারকম পেশায় নিযুক্ত হয়।

৪. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার উদ্ভব : ব্যক্তিবর্গের স্বাতন্ত্র্যতাবোধ তাদের জাতি ব্যবস্থা নির্ধারিত অযৌক্তিক, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে নিরুৎসাহিত করে। এই বোধ রোমান্টিক বিবাহ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে জাতিকে একটি আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠীর পরিচয় থেকে মুক্ত করে।

৫. নগরায়ণ : শিল্পের পাশাপাশি নগর, সভ্যতার প্রকাশ দেখা যায়। এখানে যোগ্যতার বিচারে বিভিন্ন পেশায় ব্যক্তিবর্গ যুক্ত হয়ে থাকে। জাতপাতের বিধিনিষেধ এখানে উপেক্ষিত।

৬. **বিভিন্ন আদর্শ :** বিভিন্ন মহাপুরুষের বাণী ও চিন্তাধারা সমাজের সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে থাকে। এক্ষেত্রে বলা যায় জাতিভেদ প্রথা প্রসঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণের অভিমত — এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় — ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা— সব শুদ্ধ হয়।

৭. **পশ্চিমীকরণ :** ভারতে ব্রিটিশ আসার পর থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্কৃতির উপাদানগুলি আমরা আয়ত্ত করেছি। পশ্চিমী দেশগুলিতে জাতিভেদ প্রথা নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলির নাগরিক জীবনযাত্রা শিক্ষাব্যবস্থা, রীতিনীতি প্রভৃতি আমাদের সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত হওয়ার পাশাপাশি জাতিভেদের বিষয়টিকে হীনবল করে তুলেছে।

৮. **সংস্কৃতায়ন :** জাতিভেদ প্রথা হল একটি অবরুদ্ধ ব্যবস্থা। তবুও সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে সামাজিক স্থান পরিবর্তনের বিষয়টি জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার দিকটিকে ক্রমশ লঘু করে তুলেছে।

৯. **স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা :** ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে একত্রিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক সরকার যাবতীয় ভেদাভেদকে সরিয়ে রেখে সকলের জন্য আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে; যা জাতিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল।

১০. **বিভিন্ন আইন :** জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাসে যে সকল আইনগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল সেগুলি হল—

ক. The Caste Disabilities Removal Act (1850)— এটি জাতিবৈষম্যের কারণে সামাজিক অক্ষমতাকে দূর করা।

খ. The Special Marriage Act (1872)— এর দ্বারা অসবর্ণ বিবাহের অনুমতি প্রদত্ত হয়।

এছাড়াও আধুনিক পরিবহন ও সংযোগ ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন, বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, ধর্মান্তরের ভয় এবং শ্রেণিব্যবস্থার উৎপত্তি ঐতিহ্যবাহী জাতিব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণ।

৩. **ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসাবে সংস্কৃতকরণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।**

উঃ অধ্যাপক M.N Srinivas (এম.এন. শ্রীনিবাস) তাঁর 'Social Change in Modern India' গ্রন্থে ভারতে সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে 'সংস্কৃতকরণ (Sanskritisation) ধারণা

সূত্রপাত করেছেন। 'সংস্কৃতকরণ' বলতে তিনি জাতব্যবস্থার মধ্যে উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত উঁচু জাতের আচার অনুষ্ঠান, বৃত্তি ও জীবনধারা প্রভৃতি অনুসরণ করে নীচু জাতের উঁচু জাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াসকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে—

'Sanskritisation is the process by which a low Hindu caste, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology and way of life.... The claim is usually made over a period of time, in fact a generation or two before the arrival is conceded.'

অর্থাৎ সংস্কৃতকরণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নীচু জাতি, অথবা উপজাতি অথবা কোনো গোষ্ঠী উঁচুজাতি বা দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনধারা ইত্যাদি অনুকরণের মাধ্যমে উঁচু জাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াস চালায়। সাধারণভাবে এ ধরনের পরিবর্তন বা উচ্চাকাঙ্খী জাতির এই ধরনের দাবী দীর্ঘসময় ধরে অর্থাৎ একটি বা দুটি প্রজন্ম ধরে বজায় থাকে, যতদিন না পর্যন্ত তাদের এই দাবী স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া হিন্দুসমাজ 'উর্দ্ধগামী সচলতা'র সাথে সম্পৃক্ত।

সংস্কৃতকরণ শুধু ব্রাহ্মণমুখী ছিল না। সমগ্র হিন্দু সমাজের জাতি ব্যবস্থার মধ্যে এটি লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে শ্রীনিবাস বলেছেন — যে বর্ণব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি বর্ণের সামাজিক অবস্থান স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অথচ জাতি ব্যবস্থায় একটি জাতির অবস্থান পরিবর্তনশীল।

ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসাবে সংস্কৃতকরণের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

প্রথমত : সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের অভিমত অনুযায়ী সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে কয়েকটি জাতির অবস্থানগত পরিবর্তন পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াটি হল সংস্কৃতি বা জীবনধারা সম্পর্কিত, কাঠামো সম্পর্কিত নয়।

দ্বিতীয়ত : সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে সামাজিক স্তরবিন্যাসে উন্নয়নমূলক সচলতার কথা বল হয়। এই সচলতা জাতি-গোষ্ঠীর সচলতা, কোন ব্যক্তি বা পরিবারের সচলতা নয়।

তৃতীয়ত: জাতি ব্যবস্থায় ক্ষমতার তিনটি অক্ষরের কথা বলা হয়। এগুলি হল — আচার, অনুষ্ঠান, অর্থনীতি এবং রাজনীতি। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের মতে, এই বিষয়গুলির মধ্যে অসামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যায়। অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট

সূত্রপাত করেছেন। 'সংস্কৃতকরণ' বলতে তিনি জাতব্যবস্থার মধ্যে উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত উঁচু জাতের আচার অনুষ্ঠান, বৃত্তি ও জীবনধারা প্রভৃতি অনুসরণ করে নীচু জাতের উঁচু জাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াসকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে—

'Sanskritisation is the process by which a low Hindu caste, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology and way of life.... The claim is usually made over a period of time, in fact a generation or two before the arrival is conceded.'

অর্থাৎ সংস্কৃতকরণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নীচু জাতি, অথবা উপজাতি অথবা কোনো গোষ্ঠী উঁচুজাতি বা দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনধারা ইত্যাদি অনুকরণের মাধ্যমে উঁচু জাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াস চালায়। সাধারণভাবে এ ধরনের পরিবর্তন বা উচ্চাকাঙ্খী জাতির এই ধরনের দাবী দীর্ঘসময় ধরে অর্থাৎ একটি বা দুটি প্রজন্ম ধরে বজায় থাকে, যতদিন না পর্যন্ত তাদের এই দাবী স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া হিন্দুসমাজ 'উর্দ্ধগামী সচলতা'র সাথে সম্পৃক্ত।

সংস্কৃতকরণ শুধু ব্রাহ্মণমুখী ছিল না। সমগ্র হিন্দু সমাজের জাতি ব্যবস্থার মধ্যে এটি লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে শ্রীনিবাস বলেছেন — যে বর্ণব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি বর্ণের সামাজিক অবস্থান স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অথচ জাতি ব্যবস্থায় একটি জাতির অবস্থান পরিবর্তনশীল।

ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসাবে সংস্কৃতকরণের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

প্রথমত : সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের অভিমত অনুযায়ী সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে কয়েকটি জাতির অবস্থানগত পরিবর্তন পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াটি হল সংস্কৃতি বা জীবনধারা সম্পর্কিত, কাঠামো সম্পর্কিত নয়।

দ্বিতীয়ত : সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে সামাজিক স্তরবিন্যাসে উন্নয়নমূলক সচলতার কথা বল হয়। এই সচলতা জাতি-গোষ্ঠীর সচলতা, কোন ব্যক্তি বা পরিবারের সচলতা নয়।

তৃতীয়ত: জাতি ব্যবস্থায় ক্ষমতার তিনটি অক্ষরের কথা বলা হয়। এগুলি হল — আচার, অনুষ্ঠান, অর্থনীতি এবং রাজনীতি। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের মতে, এই বিষয়গুলির মধ্যে অসামঞ্জস্যত লক্ষ্য করা যায়। অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট

জাতি সামাজিক স্তরবিন্যাসে অধঃস্তন অবস্থায় অবস্থিত। এসকল জাতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকরণ প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। ফলস্বরূপ জাতিগুলি সামাজিক বিন্যাসে উন্নততর অবস্থানের অধিকারী হয়।

চতুর্থত : সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে আদান প্রদান প্রক্রিয়া কার্যকর হতে দেখা যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাস ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন জাতিসমূহের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার কার্যক্রম কার্যকর হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে উভয় জীবনধারা বা সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থাকে।

পঞ্চমত : সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণকারী জাতিগোষ্ঠীটি অবধারিতভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসে ঊর্ধ্বতন অবস্থান লাভ করে তা নয়। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে এক্ষেত্রে নিরন্তর দাবি জানিয়ে যেতে হয়। তবে কোন একটি অঞ্চলে বা সময়ে এ দাবি অস্বীকৃত হলেও, পরবর্তীকালে তা স্বীকৃত হতে পারে।

ষষ্ঠত : প্রাথমিক ধারণা অনুসারে সংস্কৃতকরণের ক্ষেত্রে নিচু জাতি ব্রাহ্মণদের জীবনধারাকে অনুসরণ করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, স্থানীয় প্রাধান্যকারী জাতিকেই অনুসরণ করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই জাতি হল অব্রাহ্মণ। অর্থাৎ স্থানীয় প্রাধান্যকারী জাতি অন্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের সাংস্কৃতিক উপাদানকে সঞ্চারিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সপ্তমত: সংস্কৃতকরণের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন, শিক্ষা-দীক্ষা, নেতৃত্বলাভ, সামাজিক স্তরবিন্যাসে উচ্চতর অবস্থানের বাসনা ও দাবি প্রভৃতি। সফল সংস্কৃতকরণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত উপাদানের বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত উপস্থিতি অনস্বীকার্য। অধ্যাপক শ্রীনিবাস মহীশূরের রামপুরা গ্রামের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও এই অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্যভাবে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় এসেছিল।

অষ্টমত : সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, স্বাধীন ভারতে উল্লম্বী সচলতার পরিবর্তে অনুভূমিক সচলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে জোরদার ছিল।

সংস্কৃতকরণের মূল্যায়ন : সংস্কৃতকরণের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১. সংস্কৃতকরণ মডেল এককভাবে যথেষ্ট নয় : অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভারতীয় জনজীবনে সামাজিক পরিবর্তন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতকরণ মডেলটি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেছেন। কি

সমাজের পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোন মডেলই এককভাবে পর্যাপ্ত প্রতিপন্ন হয় না। ভারতবর্ষ বিশাল আয়তনবিশিষ্ট জনবহুল দেশ। বহু ভাষাভাষী ও বহু ধর্মাবলম্বী জনসম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার প্রনালীতে ব্যাপক বৈচিত্র্য বর্তমান। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভারতীয় সমাজ জীবনের বৃহত্তর পটভূমির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা সম্ভব হয় না।

২. ওম্যালের ভিন্ন মত : শ্রীনিবাসের মতে, হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত জাতি গোষ্ঠীগুলি নিজেদের সামাজিক জীবনরীতি পরিত্যাগ করে উচ্চবর্ণের জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রণালী অনুসরণ করার প্রবণতা প্রকাশ করে। কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্র এই ধারণা যথার্থ হয় না। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ওম্যালে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, ভারতের নিচুতলার জাতিগোষ্ঠীগুলি ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রাণবাদী। এরা ব্রাহ্মণদের অজানা অনেক দেবদেবীর পূজার্চনা করে। এদের বিভিন্ন গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে ধর্মগুরু হিসাবে অ-ব্রাহ্মণদের ভূমিকা স্বীকৃত।

৩. প্রাধান্যকারী গোষ্ঠীর ভূমিকার পরিবর্তন : সংস্কৃতকরণের ব্যাপারে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রাধান্যকারী জাতিগোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের মতে, ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের জনজীবন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রভাবশালী জাতিগোষ্ঠীগুলির ভূমিকা অনুধাবন করা আবশ্যক। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বলেছেন যে, স্থানীয় আঞ্চলিক ও রাজ্য রাজনীতিতে প্রাধান্যকারী জাতিগোষ্ঠীর ভূমিকা বদলেছে।

৪. হিন্দুসমাজের চলৎশক্তির তাৎপর্য : প্রাচীন হিন্দুসমাজের বর্ণ বিন্যাসের ব্যবস্থা ছিল অতিমাত্রায় কঠোর। বর্তমান সমাজেও এর অস্তিত্ব বর্তমান। তবু সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। এর কারণ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত চলৎশক্তি। মানুষের জীবনদর্শন, শিল্পকলা, সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে এই শক্তি নিহিত। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনায় স্তরবিন্যাসের বিচার বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়।

৫. রাজনীতিকরণের প্রভাব : ভারতীয় সমাজ ও জনজীবনে স্বাধীনতা লাভের ঘটনাটির প্রভাব প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। স্বাধীন ভারতে ঐতিহ্যবাহী নিরবিচ্ছিন্নতা পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ বিভিন্ন। এই সমস্ত কারণের মধ্যে রাজনীতিকরণ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। শুধুমাত্র সংস্কৃতকরণ মডেলের মাধ্যমে এই পরিবর্তনের পর্যালোচনা পরিপূর্ণতা পেতে পারে না।

১১. জাতিভেদ হল একটি জটিল ব্যবস্থা।	১১. শ্রেণিব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকৃতি...
১২. জাতি সচেতনতা গণতন্ত্র, জাতীয়তা ও জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।	১২. শ্রেণিব্যবস্থার সঙ্গে গণতন্ত্রের কোনো বিরোধ নেই। এদুটি পাশাপাশি অবস্থান করে ও চলতে পারে।

৬. **যজমানি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।**

উঃ যজমানি ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের বৃত্তি বা পেশা পূর্বনির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট ছিল। বংশ পরম্পরায় প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের জাতি নির্দিষ্ট পারিবারিক পেশা গ্রহণ করতে হত। জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর তাগিদে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই যজমানি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে সর্বপ্রথম যজমানি ব্যবস্থার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ সমাজে বাসবাসকারী বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক সেবা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় হত। কাজের বিনিময়ে শস্য, বস্ত্র, পশুখাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে পাওনা মেটানো হত। সাধারণত যারা সেবা গ্রহণ করত তাদের বলা হত যজমান এবং যারা সেবা প্রদান করত তাদের বলা হত কামিন। বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রথা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় একটি যজমানি ব্যবস্থা বলা হয়।

যজমানি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের মতামত উল্লেখ করা যায়। যথা—

উইলিয়াম. এইচ. ওয়াইজারের অভিমত হল, যজমানি ব্যবস্থাই গ্রামীন সমাজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

বজায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ব্যবস্থা কিন্তু দায়দায়িত্ব এবং অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যজমানদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ছাড়া নানা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিপদে আপদে কামিনরা প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করত। ফলে সমাজে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণির মধ্যে একটি সামাজিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্রামীন অর্থনীতির নিরাপত্তার দিকটিও সুনিশ্চিত হয়েছিল।

এডমন্ড লীচ যজমানি ব্যবস্থাকে একটি সুসংগঠিত শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলনের আগে সেই যুগের সমাজব্যবস্থায় পরস্পর নির্ভরশীল জাতি ভুক্ত পরিবারগুলির কাছে যজমানি ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণ গুরুত্বলাভ করলেও নিম্ন মর্যাদার পেশাদার পরিবারগুলির স্বার্থ একইভাবে রক্ষিত হত না। তবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা বংশ পরম্পরায় জীবিকা নির্বাহের সংস্থান খুজে পেত।

যজমানি সম্পর্ককে আবার পৃষ্টপোষক গ্রাহক সম্পর্কও বলা হয়। গ্রামীন সমাজে বিভিন্ন জাতিভুক্ত পরিবারগুলির আন্তঃসম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক এবং সেবাপ্রদানকারী-এর মধ্যে উচু নীচু সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পৃষ্ঠপোষক পরিবারগুলিকে সাধারণত 'শুদ্ধ জাতিভুক্ত' এবং সেবাপ্রদানকারী স্তরবিন্যাসের উচু পর্যায়ে যজমানদের এবং নীচু পর্যায়ে কামিনদের অবস্থান ছিল।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বৈচিত্র্য এবং সামাজিক গতিশীলতার প্রেক্ষাপটে যজমানি ব্যবস্থাকে কখনোই অপরিবর্তনীয় হিসাবে মনে করা যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষে যজমানি ব্যবস্থার কাঠানো এবং প্রকৃতি একরকম নয়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

৭. উপজাতি কাকে বলে ? বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উঃ বৈচিত্র্যসম্পন্ন দেশ হিসেবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা-সংস্কৃতি ও জাতি-উপজাতির মানুষ বসবাস করে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮% হল আদিবাসী বা উপজাতি। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক স্বতন্ত্র জীবনধারা পরিলক্ষিত হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, উপজাতি হল জাতির ক্ষুদ্রতম একক।

সংখ্যা হিসাবে বলা যায় ... শব্দগত দিক থেকে 'Tribe' শব্দটি 'Tribus' হতে উদ্ভূত। এর অর্থ

বজায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ব্যবস্থা কিন্তু দায়দায়িত্ব এবং অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যজমানদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ছাড়া নানা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিপদে আপদে কামিনরা প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করত। ফলে সমাজে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণির মধ্যে একটি সামাজিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্রামীন অর্থনীতির নিরাপত্তার দিকটিও সুনিশ্চিত হয়েছিল।

এডমন্ড লীচ যজমানি ব্যবস্থাকে একটি সুসংগঠিত শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলনের আগে সেই যুগের সমাজব্যবস্থায় পরস্পর নির্ভরশীল জাতি ভুক্ত পরিবারগুলির কাছে যজমানি ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণ গুরুত্বলাভ করলেও নিম্ন মর্যাদার পেশাদার পরিবারগুলির স্বার্থ একইভাবে রক্ষিত হত না। তবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা বংশ পরম্পরায় জীবিকা নির্বাহের সংস্থান খুজে পেত।

যজমানি সম্পর্ককে আবার পৃষ্টপোষক গ্রাহক সম্পর্কও বলা হয়। গ্রামীন সমাজে বিভিন্ন জাতিভুক্ত পরিবারগুলির আন্তঃসম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক এবং সেবাপ্রদানকারী-এর মধ্যে উচু নীচু সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পৃষ্ঠপোষক পরিবারগুলিকে সাধারণত 'শুদ্ধ জাতিভুক্ত' এবং সেবাপ্রদানকারী স্তরবিন্যাসের উচু পর্যায়ে যজমানদের এবং নীচু পর্যায়ে কামিনদের অবস্থান ছিল।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বৈচিত্র্য এবং সামাজিক গতিশীলতার প্রেক্ষাপটে যজমানি ব্যবস্থাকে কখনোই অপরিবর্তনীয় হিসাবে মনে করা যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষে যজমানি ব্যবস্থার কাঠামো এবং প্রকৃতি একরকম নয়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

৭. উপজাতি কাকে বলে ? বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উঃ বৈচিত্র্যসম্পন্ন দেশ হিসেবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা-সংস্কৃতি ও জাতি-উপজাতির মানুষ বসবাস করে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮% হল আদিবাসী বা উপজাতি। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক স্বতন্ত্র জীবনধারা পরিলক্ষিত হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, উপজাতি হল জাতির ক্ষুদ্রতম একক।

অথবা হিসাবে বলা যায়... শব্দগত দিক থেকে 'Tribe' শব্দটি 'Tribus' হতে উদ্ভুত। এর অর্থ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

১. ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে ঐক্যের দৃঢ়তার যে বাঁধন দেখা যায় তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা কর।

উঃ ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার মূলমন্ত্র হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এদেশে বৈচিত্র্য স্বীকৃত ও সমর্থিত, সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের আকর্ষণও ভারতের ঐতিহাসিক সত্য। বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ আকারগত দিক থেকে বিশ্বে সপ্তম স্থানাধিকারী। সমগ্র পৃথিবীর এলাকার ২.৪ শতাংশ হল ভারতভূমি। জনসংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় বৃহত্তম। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ এদেশের অধিবাসী। ভারতে মানব জাতির ইতিহাস প্রায় সুদীর্ঘ ৩০০০ বছর ব্যাপী বিস্তৃত।

ভারতের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রসমূহ অসংখ্য এবং বৈচিত্র্যের প্রকৃতি বিস্ময়কর। কিন্তু জাতি, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক স্বতন্ত্র্য প্রভৃতির অস্তিত্ব সত্ত্বেও একটি মৌলিক ঐক্যবোধ বিভিন্নতার উর্দ্ধে স্থান পেয়েছে। এই মূলগত ঐক্যবোধ ভারতীয় সমাজকে একটি বৃহৎ সমাজ এবং ভারতীয়দের একটি মহাজাতি হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাম আহুজার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে—"Running through various diversities is the thread of basic unity which makes Indian society a big society and the nation as a big nation."

ভারতীয় সমাজের যে সকল ক্ষেত্রগুলিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে ঐক্যের দৃঢ়তার যে বাঁধন দেখা যায় সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়। যথা—

প্রথমত, ধর্ম ও ভারতের ঐক্য : ভারত ও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্মের সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপাসনা, আরাধনা, পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। বহু ধর্ম ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। সমগ্র ভারতব্যাপী ছড়িয়ে আছে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের

তীর্থস্থানসমূহ। ভারতের প্রধান ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্মকেই বোঝায়। বেশীরভাগ অধিবাসীই হিন্দু... কালের ধারায় হিন্দু ধর্মের অল্প-বিস্তর বিবর্তন ঘটেছে। কিছু প্রতিবাদী ধর্মমত হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করেছে। যথা— জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-বিচারে... মৌলিক সত্ত্বাকে ভারতীয় সমাজ বিকৃত করেনি বরং তাকে অনেকাংশে আত্মস্থ করেছে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও তা ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক কাঠামো ও ঐক্য : ভারতের সামাজিক কাঠামো বলতে সংখ্যাগরি... মানুষের সামাজিক কাঠামো বা হিন্দু সমাজের কাঠামোকেই বোঝায়। এই সামাজিক কাঠামো ভারতী... সমাজের ঐক্য সাধনের সহায়ক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতের কিছু কি... জনগোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং ভিনদেশ থেকে আসা জনগোষ্ঠী এই ধর্ম গ্রহণ করেছে। সনা... কাঠামোর বৈশিষ্ট্যসমূহ বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তে সনাতন ভারতীয় সমাজের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে... সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক কাঠামোর কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১. চতুবর্ণের ব্যবস্থার উপর সনাতন হিন্দু সমাজের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ও স্তরবিন্যস্ত। প্রতি... বর্ণের অভ্যন্তরে একাধিক জাতিগত স্তরবিন্যাস বর্তমান।

২. জন্মের ভিত্তিতে জাত-কুলের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হ... গুণগত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

৩. সামাজিক অবস্থানের সূচক হিসাবে সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ ক... হয়।

৪. হিন্দু সমাজে কর্মফলবাদের উপর জোর দেওয়া হয়।

৫. ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ এলাকায় আঞ্চলিক, সামাজি... বৈশিষ্ট্য সমূহ গ্রহণ করেছে।

অর্থাৎ সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান থাকলেও সামাজিক কাঠামোটি ঐক্যে... ভিত্তি রচনা করেছে।

তৃতীয়ত, জাতিব্যবস্থা ও ঐক্য : সমাজতত্ত্বের সাধারণ আলোচনা অনুসারে জাতিভেদ প্র... বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির জন্ম দেয়। জাতিগত সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে ভারতীয় সমাজে উ... জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে অস্পৃশ্য মানবগোষ্ঠীর ব্যবধানও গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বি...

অনেক সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ভারতীয় সমাজে জাতিব্যবস্থা এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক মতাদর্শের জন্ম দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বিগত কয়েকদশকে এই পরিবর্তন প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতিগত ঐক্যবোধ আঞ্চলিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। সমাজের দুর্বল, দরিদ্র ও অনগ্রসর অংশের উন্নয়নে উদ্যোগী হয়। বস্তুতঃ জাতিব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ায় সদর্থক ভূমিকা পালন করে।

চতুর্থত, ভাষা ও ঐক্য : কোনো একটি অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করতে পারে। তা সত্ত্বেও অভিন্ন ভাষা-ভাষী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এইভাবে একই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত অভিন্নতা এক ঐক্যবোধের জন্ম দেয়।

ভারতের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীদের মধ্যে বহু ভাষা-ভাষীর মানুষ বর্তমান। তবে সংস্কৃতি হল অধিকাংশ আঞ্চলিক ভাষার মূল উৎস। ভারতের উত্তরাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবিধানের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা সদর্থক।

পঞ্চমত, জাতীয়তা ও ঐক্য : জাতীয়তার চেতনা ভারতের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির ধারণাকে সুদৃঢ় করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের মানুষ জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বিদেশী ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়েছে। এইভাবে দেশবাসীর মনে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষই অনেক ক্ষেত্রে একযোগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অধিক শক্তিশালী করেছে। পরবর্তীকালে যদিও হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিবাদ ও বিসংবাদের সৃষ্টি হয়— যার পরিণতি হল ভারতবিভাগ।

ষষ্ঠত, ভারতীয় শিল্পকলা ও ঐক্য : ভারতীয় ললিত কলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের ঐক্য ও সংহতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ভারতের মার্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্যের ইতিহাসে এদেশের মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিকাশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান অনস্বীকার্য। অন্যান্য শিল্পকর্মের মাধ্যমেও ভারতের ঐক্য ও সংহতি পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের শিলালিপি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে বিভিন্ন স্থানে জৈনমন্দির, বৌদ্ধবিহার বর্তমান। উল্লেখ করা হয় যে, জাতিগত সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলি

বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমান এইভাবে ঐক্যের এক জায়গায় উপনীত হয়েছে।

উপসংহার : ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন করে তোলার মত কিছু আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য যত্ন সহকারে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এই সমস্ত আন্দোলনগুলির দ্বারা বিশেষভাবে অনুভূত হ আবার সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকে স্বীকার ও সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

২. ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের প্রকৃতি আলোচনা কর।

উঃ ভারতবর্ষ নানা সংস্কৃতি, নানাভাষা, নানা মতের কেন্দ্রস্থল। ভারতে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম, ভাষা, জাতি ও অঞ্চলের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতে লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা এই বৈচিত্র্যগুলি আলোচনা করব নিম্নলিখিতভাবে।

জাতিগত বৈচিত্র্য : সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। ভারতবর্ষও বিচিত্র সম্প্রদায় নি তৈরি। ১৮৯১ সালে রিস্‌লে জনসংখ্যা গণনার পরিদর্শক ছিলেন। তাঁর মতে, ভারতে হিন্দুদে মধ্যে অন্তত ২৩৭৮টি আসল জাতি ছিল। এর মধ্যে এক-একটি জাতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হ যাওয়ায় এবং সামাজিক সচলতার কারণে ,সংখ্যাটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনেক সময় বড় জনসংখ্যাবিশিষ্ট সম্প্রদায়গুলি জাতীয় সুবিধাসমূহ অর্জন করতে চায় অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে মনে করে এবং এসব কারণে এদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

ভাষাগত বৈচিত্র্য : ১৯৭১-এর হিসাব অনুযায়ী ১৬৫২ টি ভাষা ভারতে চালু ছিল। ভারতীয় সংবিধানে কেবল ১৫টি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে হিন্দিভাষা ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (২৯.৬৫ শতাংশ), বাংলা, তেলেগু ও মারাঠী প্রত্যেক ভাষা পৃথকভাবে ৮ শতাংশ তামিল ৬.৮৭ শতাংশ, উর্দুভাষা (৫.২২ শতাংশ)।

ভাষার বৈচিত্র্য ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে। সর্বভারতীয় কোনও ভাষা না থাকার ফলে ভারতে ভাষাভিত্তিক অনেকগুলি রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মীয় বৈচিত্র্য : ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র ধর্মের মিলনভূমি। ১৯৮১ সালের আদমসুমারীতে দেখা

যায় ৮২.৬৪ শতাংশ লোক হিন্দু। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। এর পরের স্থানটি হল ইসলাম ধর্মের (১১.৩৫ শতাংশ)। পরবর্তী স্থানে খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষেরা। এছাড়াও আরও কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ভারতবর্ষের বাসিন্দা। এর সঙ্গে আদিবাসী ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও এ সমাজে বাস করেন।

ধর্মের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি এক একটি ধর্মের শাখাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এধরণের বৈচিত্র্যের ফলে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কোনোও কোনোও সময়ে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্প্রদায়িক শক্তিতে পরিণত হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় বৈচিত্র্যের প্রকৃতিগুলি সমাজে প্রকট হলেও ঐক্যের ভিত্তিটিও সুদৃঢ়। একারনেই ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

অর্ধ–রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

১. সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সমাজে জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধকতাগুলি আলোচনা কর।

উঃ ভারতের জাতীয় সংহতি সাধনের প্রক্রিয়াকে প্রতিহতকরার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সমূহ একাধিক। সুসংহত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্তরায় অনেকগুলি বিষয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি এক্ষেত্রে খুবই সক্রিয়। এই বিষয়গুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়। যথা—

সাম্প্রদায়িকতা : বর্তমানে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসমূহের সংহতি সুদৃঢ় এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক দুরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি হীনবল হয়ে পড়েছে এবং মৌলবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতিভেদ প্রথা : সামাজিক সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা প্রবল প্রতিবন্ধক। K. R. Narayan'

তাঁর 'Images and Insights' শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার জাতিভেদ প্রথার রাজনীতিকরণ সম্পাদন করে। তপশিলী জাতি উপজাতিদের বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ ব্যাপকভাবে সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে থাকে।

আঞ্চলিকতাবাদ : আঞ্চলিকতাবাদ হল অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার সহায়ক একটি শক্তি। ১৯৫৬

Unit - II

Social Institutions and Practices
(সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি)

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

১. জাতি কাকে বলে ? জাতি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উঃ ভূমিকা: জাতিভেদ প্রথা হল ভারতীয় সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই রূপটি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। জাতি বা Caste শব্দটির উৎপত্তি স্প্যানিশ শব্দ Casta থেকে; যার অর্থ হল জাতি, কুল প্রভৃতি। ভারতের জাতিব্যবস্থার বিষয়টিকে বোঝাবার জন্য পর্তুগিজগণ প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হার্বার্ট রিস্‌লে-এর বক্তব্য হল— জাতি হল কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি, যাদের একটি সাধারণ নাম আছে এবং যারা মনে করে তারা একই বংশোদ্ভূত ও কোনো অলীক পূর্বপুরুষ থেকেই সৃষ্ট, যারা একই বংশানুক্রমিক আচার-আচরণ অনুসরণ করে এবং এসবগুলির মাধ্যমে তারা একটি সমসত্ত্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলে।

এডওয়ার্ড ব্লান্ট-এর অভিমত হল জাতি হল একটি সমসত্ত্ব গোষ্ঠী, যাদের সাধারণ একটি নাম আছে, যার সদস্যপদ বংশানুক্রমিক, যা তার সদস্যদের সামজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে, যারা তাদের পূর্বপুরুষের পেশা গ্রহণ করে অথবা একই পূর্বপুরুষজাত বলে মনে করে, এইভাবে একটি সমসত্ত্ব গোষ্ঠী গঠন করে।

জাতিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়—

প্রথমত, ক্রমোচ্চ বিভাজন : জাতিভেদ প্রথায় উচ্চ-নীচ, শ্রেষ্ঠত্ব, হীনতা এই ভেদাভেদ দেখা যায়। এই ক্রমোচ্চ বিন্যাসের একেবারে ওপরে থাকেন ব্রাহ্মণগণ ও সর্বনিম্নস্তরে থাকেন শূদ্ররা। শূদ্ররা সাধারণভাবে হরিজন বা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত, খন্ডিত বিভাজন : হিন্দু সমাজ হল জাতিশাসিত সমাজ। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত, যার এক একটিকে বলা হয় জাতি। জাতি হল জন্মসূত্রে নির্ধারিত, এটি অপরিবর্তনীয়।

তৃতীয়, খাদ্যভ্যাসে বিধি নিষেধ : জাতিভেদ প্রথায় খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধিনিষেধ দেখা যায় এবং এই বিধি নিষেধের ব্যাপারটি জাতি থেকে জাতিতে আলাদা হয়।

মতে, শ্রেণি সচেতনতা ছাড়া যথার্থ শ্রেণি তৈরি হতে পারে না, ফলে শ্রেণিদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে শ্রেণিসচেতনতা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৫. জাতি ও শ্রেণি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

[Discuss the difference between caste and class system.]

জাতি ব্যবস্থা	শ্রেণি ব্যবস্থা
১. জাতিভেদ প্রথা হল সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি বিশেষ রূপ, যা ভারতীয় হিন্দুসমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য	১. শ্রেণি ব্যবস্থা হল একটি বিশ্বহীন ব্যবস্থা, সমস্ত আধুনিক জটিল সমাজ ব্যবস্থায় এই রূপটি দেখা যায়।
২. জাতিভেদ প্রথা হল আরোপিত মর্যাদা ভিত্তিক।	২. শ্রেণিব্যবস্থা হল অর্জিত মর্যাদানুসারী।
৩. জাতি হল একটি বদ্ধ ব্যবস্থা। এতে সামাজিক সচলতা নেই।	৩. শ্রেণি হল একটি মুক্ত ব্যবস্থা। এতে সামাজিক সচলতা সম্ভব।
৪. জাতির উৎপত্তির সাথে জড়িয়ে থাকে, ধর্মীয় বিষয়।	৪. শ্রেণি ব্যবস্থার সাথে এমন কোনো ধর্মীয় বিষয় জড়িয়ে নেই, শ্রেণিব্যবস্থা অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
৫. জাতিভেদ প্রথা হল একটি সুপ্রাচীন ব্যবস্থা।	৫.শ্রেণিব্যবস্থার উৎপত্তি অনেক পরে, এটি আধুনিক যুগের ব্যবস্থা।
৬. জাতির ধারনার সাথে যুক্ত থাকে পবিত্র অপবিত্র বা শুচিতা অশুচিতার ধারনা। অপবিত্র জাতিকে অস্পৃশ্য হিসাবে মনে করা হয়।	৬. শ্রেণিব্যবস্থায় এ জাতীয় ধারণা নেই। এতে মর্যাদাগত পার্থক্যর দিকটাই প্রকট।
৭. জাতিভেদ প্রথায় সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়।	৭. শ্রেণিব্যবস্থায় পারস্পরিক সম্পর্ককে সীমায়িত করা হয়।